ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬

"নারী ও কন্যা শিশুর অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে রাজনীতি ও নির্বাচনে নারীর সমান প্রতিনিধিত্ব চাই"

০৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালিত হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ভাষা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল নারীর অর্জনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনসহ কোনো ধরনের বিভাজন ও ভেদাভেদ ব্যতিরেকে সকলের সমঅধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করাই দিবসটি উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য। ১৯০৮ সালে নিউইয়র্ক শহরের নারী পোশাক শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও কর্মপরিবেশের দাবিতে ধর্মঘট ও তাঁদের সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯০৯ সালে প্রথমবারের মতো নারী দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দিনটিকে আন্তর্জাতিকভাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১] আন্তর্জাতিকভাবে এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls।[২] টিআইবি আন্তর্জাতিক ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে *"নারী ও কন্যা শিশুর অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে রাজনীতি ও নির্বাচনে নারীর সমান প্রতিনিধিত্ব চাই"* প্রতিপাদ্যে দেশব্যাপী জাতীয় ও সনাক অঞ্চলসমূহে দিবসটি উদ্‌যাপন করছে।

বাংলাদেশে নারীর অবস্থান : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নারী

বায়ান্নর ভাষার আন্দোলন থেকে শুরু করে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচার পতন ও সর্বশেষ চব্বিশ-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে এদেশের নারী সমাজের সম-অবদান রয়েছে। বিশেষ করে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে পতিত কর্তৃত্ববাদের পতনে সর্বস্তরের নারীর অংশগ্রহণ ছিলো অভূতপূর্ব। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই নারী শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন নেতৃত্ব প্রদান করেছে, তেমনি সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে ও মেয়ে নির্বিশেষে অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ছিলো তুলনাহীন। ৩৬ দিনের এই আন্দোলনের পুরোভাগজুড়ে তেজোদীপ্ত-সাহসী নারীরা দাঁড়িয়েছে ঢাল হয়ে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী কমপক্ষে ১৩ জন নারী আন্দোলনকারী নিহত ও ৩৯০ জন আহত হয়েছেন। সার্বিকভাবে নারীদের অংশগ্রহণ জুলাই-আগস্ট আন্দোলনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং কর্তৃত্ববাদের পতন ঘটিয়েছে। নারীদের এই আত্মত্যাগ ও অবদানকে স্মরণ রাখতে অন্তর্বর্তী সরকার ১৪ জুলাইকে "জুলাই কন্যা দিবস" হিসেবে ঘোষণা করে[৩] এবং জুলাই ঘোষণা ও সনদের শুরুতে নারীদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪]

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে নারীর অবস্থান

অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিসরে নারীরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে অন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়েছিলো, সেই সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ছিলো একটি বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার। সেখানে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নারীদের উপদেষ্টা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ঘটনা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।[৫] এগারোটি সংস্কার কমিশনে নারী প্রতিনিধি তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিলো, শুধুমাত্র নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য কোনো সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে নারী নেতৃত্ব দেখা যায়নি।[৬] রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে সামাজিক পরিসরেও নারীবিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে নারী সংস্কার কমিশন ও এর প্রতিবেদন বাতিলের দাবিসহ[৭] নারী সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা (ইসলামি শরিয়ত, সংবিধান ও দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মূল্যবোধের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক অভিযোগ করে) বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করা হয়।[৮]

নারী সংস্কার কমিশনে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের চিহ্নিত করে হুমকি দেওয়ার মতো খবরও গণমাধ্যমে এসেছে। অপমানসূচক, বিদ্বেষমূলক ও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অন্তবর্তী সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ও কঠোর অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থতা নারী বিরোধী শক্তিকে অতিক্ষমতায়িত করেছে। এ ছাড়া, নারীরা সাইবার বুলিং-এর শিকার হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে হেনস্থার ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভটিজিং করার অপরাধে আটক তরুণকে মব সৃষ্টি করে "তৌহিদি জনতা" চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মামলা প্রত্যাহারসহ মালা পরিয়ে অভিযুক্ত তরুণকে বরণ করে নিয়েছে। এমনকি মোরাল পুলিশিং–এর নামে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে নারী শিক্ষার্থীদের মব তৈরি করে হেনস্তা করার ঘটনাসহ রাস্তাঘাটে ও যানবাহনে নারীর স্বাভাবিক চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করার ঘটনা ঘটেছে। সার্বিকভাবে যে সকল সাহসী নারীরা জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে, আন্দোলন পরবর্তী সময়ে সেই সকল নারীদের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক চলাফেরার অধিকার নিশ্চিতের বিপরীতে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর অপতৎপরতার বিকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ সাইবার স্পেসে নারী বিদ্বেষী মন্তব্য, আলোচনা ও ভিডিও প্রচারসহ একশ্রেণির ধর্মান্ধ ও ভিউশিকারিদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধর্মের অপব্যবহার ও অপপ্রচার নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নকে আরো জটিল করে তোলে।

---

[১] https://www.un.org/en/observances/womens-day/background
[২] https://www.un.org/en/observances/womens-day
[৩] https://www.bssnews.net/news/292223
[৪] https://url-shortener.me/EILG
[৫] https://url-shortener.me/EIKD
[৬] https://www.prothomalo.com/politics/7gdqmv1vu9
[৭] https://www.bbc.com/bengali/articles/cd6j8074ldjo
[৮] https://www.bssnews.net/bangla/national/national-news/196065

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও নারী অধিকার

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। নিজ দলে গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে একদিকে দলীয় নীতি-নিধারণী পর্যায়ে নারীর যথাযথ অবস্থান নিশ্চিতসহ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নারীর মনোনয়ন ও প্রচারণা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলের কোনো বিকল্প নেই। অথচ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে একটি ন্যায়-সাম্যভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের যে সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো, আপাতদৃষ্টিতে নারী ক্ষমতায়ন প্রশ্নে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। জুলাই সনদে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের অঙ্গীকারের পরও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারীদের উপেক্ষা করা হয়েছে।[৯] মোট প্রার্থীর মাত্র ৪.০৫ শতাংশ নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৩০টি রাজনৈতিক দলে কোনো নারী প্রার্থী ছিলো না। বিএনপি ২.৮ শতাংশ ও জাতীয় পার্টি ৩.১ শতাংশ, তবে এনসিপি ৬.৩ শতাংশ নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। এমনকি কোনো কোনো দলের যোগ্য নারী প্রার্থীকে জোটগত স্বার্থসহ ক্ষমতার রাজনীতির কারণে বঞ্চিত করার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে নারীর হার রাজনৈতিক দলের নারী প্রার্থীর হারের প্রায় দ্বিগুণ। যা দেখে বুঝা যায় যে, যোগ্যতার অভাবে নারীরা এগিয়ে আসে না– এই ধারণা ভুল। অধিকন্তু, সদ্য সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের প্রচারণায় বাধা প্রদান, অশালীন নারীবিদ্বেষী মন্তব্য ও প্রচারণা, প্রচারণা সামগ্রী ছেঁড়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুরুচীপূর্ণ অপপ্রচারের ঘটনা ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে ত্রয়োদশ সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব মাত্র ২.৩৬ শতাংশ (৭ জন), যা বিগত চারটি জাতীয় নির্বাচনের সর্বনিম্ন এবং ২০০৮ সালের নবম সংসদের তুলনায় অর্ধেক।[১০] অর্থাৎ রাজনৈতিক দলসমূহ নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে হতাশাজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

জেন্ডার সমতা, দুর্নীতি ও সুশাসন

জেন্ডার অসমতা ও দুর্নীতি পরস্পর সম্পর্কিত। জেন্ডার অসমতা সুশাসন, টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনকে বাধাগ্রস্ত করে। দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত হয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেসব দেশে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, সেসব দেশসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা তুলনামূলকভাবে কম। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ অনুযায়ী,[১১] সেবাগ্রহণকারী ৩৪.৬ শতাংশ নারী দুর্নীতির শিকার হন। পুরুষ সেবাগ্রহীতার তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা খাতে তুলনামূলক বেশি দুর্নীতির শিকার হচ্ছেন। ফলে এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করাসহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। তা ছাড়া, নারী, আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীতাসহ ব্যক্তিদের সেবা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার অর্থ তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতাকে অধিকতর সীমিত করে ফেলছে, যার ফলে তারা আরো বেশি প্রান্তিক হয়ে পড়ছেন। এক্ষেত্রে আদিবাসী নারীরা অধিকতর বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে।[১২]

জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশের অঙ্গীকার ও নারীর প্রতি সহিংসতা

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার"–এর কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, ১৯৮৪ সালে নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ হিসেবে জাতিসংঘের সিডো সনদেও বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী দেশ। তাছাড়া কাগজে কলমে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও ধারাবাহিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঙ্গীকার সত্ত্বেও, নারীদের অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিতে অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ খাতে বিনিয়োগের অপ্রতুলতা এবং কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে একদিকে নারীর প্রতি সংহিসতারোধসহ নারীর স্বাভাবিক জীবনযাপনের নিশ্চয়তা প্রদান যেমন সম্ভব হয়নি, অন্যদিকে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অর্জিত হয়নি। যার প্রমাণ হচ্ছে– ২০২৫ সালে ৭ শত ৭৬ জন নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। যাদের মধ্যে ৪ শত ৫৬ জনের বয়স ১৮ বছরের কম। এদের মধ্যে ২০২ জন দলবদ্ধ ধর্ষণ এবং ৪৬ জন ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া, ৩ শত ২৪ জন যৌন হয়রানি এবং ৫ শত ৭৫ জন শারিরীক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ বছর শুধুমাত্র বিগত দুইমাসে (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি) ৬৭টি নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যাদের মধ্যে কমপক্ষে ০৮ জন ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন এবং ২৩ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।[১৩]

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬ ও টিআইবি

জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫টি সনাক অঞ্চলে টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস), অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপ (এসিজি)–এর সদস্যগণ দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নানাবিধ প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। টিআইবির গবেষণা এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করছে–

[৯] https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/7430
[১০] https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/7438
[১১] https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/7179
[১২] https://www.prothomalo.com/bangladesh/ssae95dx90
[১৩] https://www.msf.org.bd/Monthly%20Reports.php

- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় সত্যিকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কাঠামো মজবুত করাসহ দলীয় নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক ও নির্বাচনী পুঁজি হিসেবে অর্থ, পেশী, ধর্ম ও পুরুষতান্ত্রিকতার ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- নারী সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সংসদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ তে উন্নিত করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয় বহনের বিধান প্রণয়ন করতে হবে।
- নারী অধিকার রক্ষা ও তদারকির জন্য একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী নারী কমিশন গঠন করতে হবে।
- আইএলও কনভেনশন ১৮৯ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষর ও পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। ২০০৯ সালের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশাবলি আইনে পরিণত এবং নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ হালনাগাদ করার পাশাপাশি, সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।
- অন্য সকল মাধ্যম ও পদ্ধতির পাশাপাশি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীবিদ্বেষী প্রচারণার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা সংশোধন করতে হবে।
- জাতীয় ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধের পূর্বশর্ত হিসেবে নানা অজুহাতে যত্রতত্র হেনস্থা রোধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি রাষ্ট্রকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।
- নারী ও শিশু নির্যাতনসহ সকল প্রকার নারী অধিকার হরণের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে– বিশেষ করে প্রশাসন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধ, শুদ্ধাচার, জবাবদিহিতা ও সার্বিক সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।
- যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাঙ্গনে বা সমাজে নারীর সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য কাজ করছেন–তাদের উৎসাহিত, সঠিক প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- নারীদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল বিনিয়োগ ও বরাদ্দকৃত বাজেটের স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যেন প্রকৃতপক্ষে নারীরাই উপকৃত হন। নারীদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। এর জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তাসহ একটি নারীবান্ধব অভিযোগ প্রদান ও নিরসনের ব্যবস্থা থাকতে হবে; নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি বন্ধে ব্যক্তির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ও প্রভাব বিবেচনা না করে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলাগুলোর দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি করতে হবে।
- নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতে সাধারণ জনগণের ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ও দলিতসহ সকল প্রান্তিক নারীদের অধিকার নিশ্চিতে বিশেষায়িত সময়াবদ্ধ পথরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরোনো), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৪১০২১২৬৭-৭০ ফ্যাক্স: ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org; www.facebook.com/TIBangladesh